প্রসপেক্টাস
২০১৯

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

المركز الإسلامي السلفي

AL-MARKAZUL ISLAMI AS-SALAFI

প্রসপেক্টাস

(نشرة تعريفية)

২০১৯

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

المركز الإسلامي السلفي

Al-Markazul Islami As-Salafi

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী

ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮

মোবাইল : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯; ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد:

ভূমিকা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী দেশের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। **‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’** পরিচালিত অত্র প্রতিষ্ঠানটি ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০০৪ সালে শুরু হওয়া ‘মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা’ ২০১০ সাল থেকে অত্র মারকাযের অধীনে পৃথক ক্যাম্পাসে পরিচালিত হয়ে আসছিল, যা ২০১৭ সাল থেকে **‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা)’** নামে অভিহিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অত্র প্রতিষ্ঠানটি যথার্থভাবে ইলমে দ্বীন ও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানে গুরুত্বারোপ করে আসছে। সাথে সাথে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রসার ঘটানো এবং ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল সমূহের সংস্কার সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে, যা প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় পথ প্রদর্শন করে। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষাপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষার দুয়ার খুলে দেওয়া এবং তাদেরকে সর্বোত্তম ইসলামী নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলাই অত্র প্রতিষ্ঠানটির একান্ত লক্ষ্য। এ ব্যাপারে আমরা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সুধী মহলের আন্তরিক দো‘আ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।- আমীন!

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান।
২. মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ্‌র যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান।
৩. ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও বিকাশ সাধন।
৪. আল্লাহভীরু যোগ্য আলেমে দ্বীন, লেখক, গবেষক, বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টি করা।
৫. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও দাঈ ইলাল্লাহ গড়ে তোলা।

প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান

শিক্ষানগরী রাজশাহীর নওদাপাড়া আম চত্বর সংলগ্ন নিজস্ব ক্যাম্পাসে এক মনোরম পরিবেশে অত্র প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের দু'পাশে প্রায় সাড়ে দশ বিঘা জমির উপর অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে তিনতলা ও চারতলা বিশিষ্ট দু'টি বৃহদায়তন ভবন ও দু'দিকে দু'টি মসজিদ রয়েছে। ছাত্রাবাস ও একাডেমিক ভবন পৃথক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার অনতিদূরে ৯ বিঘা জমির উপর সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত পৃথক 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মহিলা শাখা' ও ক্যাম্পাস অবস্থিত।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

১. শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র আলোকে চরিত্রবান ও সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে গড়ে তোলা।
২. ইসলামী আদব, আক্বায়েদ ও আহকামের উপর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রদান এবং মাসনূন দো'আ সমূহ মুখস্থ করানো।
৩. বাংলা, আরবী, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা সৃষ্টি করা।
৪. আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে তদারকি।
৫. মনোরম পরিবেশ ও উন্মুক্ত খেলার মাঠ।
৬. নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা।
৭. নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৮. ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য সমৃদ্ধ পাঠাগার।
৯. আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত আবাসন ও আহারের ব্যবস্থা।
১০. ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র 'ইয়াতীম বিভাগ'।

১১. মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।
১২. মানসম্পন্ন স্বতন্ত্র হিফয ও মক্তব বিভাগ।
১৩. নিজস্ব সিলেবাস দ্বারা পরিচালিত ‘ছানাবিয়াহ’ ও ‘কুল্লিয়া’ বিভাগ।
১৪. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অত্র প্রতিষ্ঠানের ‘মু‘আদালাহ’ থাকার সুবাদে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষাস্তর

অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার স্তর ৪টি। যথা :

১. এবতেদায়ী (প্রাথমিক) :	৫ বছর।
২. মুতাওয়াস্‌সিতাহ (মাধ্যমিক; বিজ্ঞান শাখা সহ) :	৫ বছর।
৩. আলিম/ছানাবিয়াহ (উচ্চ মাধ্যমিক) :	২ বছর।
৪. কুল্লিয়া (স্নাতক) :	৩ বছর।
* এছাড়া পৃথক হিফয বিভাগ :	৩ বছর।
* শিশুদের জন্য মক্তব বিভাগ :	১ বছর।

পাঠ্যক্রম

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাস, কওমী নেছাব ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসরণে **হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড** কর্তৃক সুবিন্যস্ত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা হয়। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের জন্য শ্রেণী মূল্যায়ন (CT) সহ বছরে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময়কাল

১. **সাধারণ ও হিফয বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা :** ০৫ই জানুয়ারী’১৯ শনিবার সকাল ৯-টা। **ভর্তি :** ০৫ই জানুয়ারী’১৯-১২ই জানুয়ারী’১৯। **ক্লাস শুরু :** ৮ই জানুয়ারী’১৯ মঙ্গলবার।
২. **হিফয ও মক্তব বিভাগে ভর্তি :** ০৫ই জানুয়ারী’১৯-১২ই জানুয়ারী’১৯ এবং রামাযানের পর ১৫-২২শে জুন’১৯। ক্লাস শুরু : ৮ই জানুয়ারী’১৯ মঙ্গলবার।
৩. **পুরাতন শিক্ষার্থীদের ভর্তি :** জরিমানা ছাড়া ০৮-২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত।
৪. **ছানাবিয়াহ ও কুল্লিয়া শ্রেণীতে ভর্তি :** দাখিল ও আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে।

উল্লেখ্য যে, ভর্তি ফরম www.at-tahreek.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

ভর্তির যোগ্যতা

১. সাধারণ বিভাগে ২য় শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। মক্তব ও ১ম শ্রেণীতে আসন সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

২. 'আলিম/ছানাবিয়াহ'তে ভর্তির ক্ষেত্রে দাখিল অথবা কওমী মাদরাসা থেকে মুতাওয়াসসিতাহ শ্রেণী উত্তীর্ণের সনদ এবং 'কুল্লিয়া' শ্রেণীতে ভর্তির জন্য 'ছানাবিয়াহ' অথবা আলিম উত্তীর্ণের সনদ থাকতে হবে। সেই সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষ থেকে চারিত্রিক সনদপত্র আবশ্যিক।

৩. হিফয বিভাগে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৭ থেকে অনূর্ধ্ব ১০ বছর হবে। প্রথমে নাযেরায় পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষার্থীকে হিফয বিভাগের জন্য নির্বাচন করা হবে।

৪. মক্তব বিভাগে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬ থেকে অনূর্ধ্ব ৮ বছর হবে।

ভর্তি বিধি

১. নির্ধারিত ফী-এর বিনিময়ে ভর্তি ফরম ও ভর্তি নির্দেশিকা (প্রসপেক্টাস) সংগ্রহ করতে হবে।

২. ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ফী সমূহ জমা দেওয়ার মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

৩. ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা রঙিন ছবি এবং জন্ম নিবন্ধন সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

৪. ভর্তির পর প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে চাইলে ভর্তি ফী বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে না।

৫. অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে এসে ভর্তি হ'তে চাইলে তাকে সদ্য সাবেক প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র (টি.সি.) জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত

১. মক্তব, হিফয সহ অন্যান্য শ্রেণীতে বছরে তিনটি এবং আলিম/ছানাবিয়াহ ও কুল্লিয়া শ্রেণীতে বছরে দু'টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২. যাবতীয় ফী পরিশোধ করে পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৩. দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হ'লে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করা হবে না।

৪. কোন শিক্ষার্থী একই শ্রেণীতে পর পর দু'বছর অকৃতকার্য হ'লে তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে ছাড়পত্র দেয়া হবে।

৫. প্রত্যেক শ্রেণীতে বছরে তিনটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক পরীক্ষায় 'আখলাক'-এ ১০০ নম্বর থাকবে।

৬. সকল পরীক্ষার ৩ দিন পূর্বে এবং নির্বাচনী (Test) পরীক্ষার এক সপ্তাহ পূর্বে ক্লাস বিরতি হবে।

নীতিমালা ও আচরণবিধি

ইবাদত সংক্রান্ত

১. প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে মারকাযের মসজিদে আদায় করবে। ইক্বামতের কমপক্ষে পাঁচ মিনিট পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে। সালাম ফিরানোর পর কমপক্ষে তিন মিনিট বসে দো'আ-দরূদ পড়বে। সকল সুন্নাত ছালাত যথানিয়মে আদায় করবে।

২. জুম'আর দিন সকল শিক্ষার্থী সোয়া ১২-টার মধ্যে মসজিদে উপস্থিত হবে। অন্যদিন পূর্ব পার্শ্বের শিক্ষার্থীরা পূর্ব পার্শ্বে এবং পশ্চিম পার্শ্বের শিক্ষার্থীরা পশ্চিম পার্শ্বে ছালাত আদায় করবে।

৩. মারকাযে অবস্থানকালে মারকাযের মসজিদের বাইরে অন্য কোন মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবে না। সুস্থ অবস্থায় বিনা ওযরে মসজিদে জামা'আতে ছালাত হ'তে বিরত থাকবে না। কোন শিক্ষার্থী ছালাতে অবহেলা করলে একাধিকবার সতর্ক করার পরেও সংশোধন না হ'লে বিধি মোতাবেক তার ভর্তি বাতিল করা হবে।

পোষাক সংক্রান্ত

১. মারকায এলাকার বাইরে সর্বদা এক রঙা ঢিলা পায়জামা, লম্বা পাঞ্জাবী ও সাদা গোল টুপী ব্যবহার করবে।

২. কক্ষে বা মারকাযের ভিতরে হাতাওয়ালা লেখা ও ছবিহীন গেঞ্জি বা ফতুয়া এবং লুঙ্গি, ঢিলেঢালা পায়জামা পরিধান করবে।

৩. প্যান্ট-শার্ট সহ ছবিযুক্ত ও টাইট-ফিট সকল পোষাক নিষিদ্ধ।

৪. চুল ছোট রাখবে। এক্ষেত্রে নানারূপ ফ্যাশন থেকে বিরত থাকবে।

৫. গোঁফ ছোট করবে ও দাঁড়ি ছেড়ে দিবে।

পরিচ্ছন্নতা

১. নিজ বিছানা, কাপড়-চোপড় ও কক্ষ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। কাগজপত্র ও অন্যান্য আবর্জনা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলবে।

২. মারকাযের কোন দেওয়ালে লেখা, দাগ কাটা, ছবি আঁকানো ও ময়লা করা থেকে বিরত থাকবে।

৩. দায়িত্ব অনুযায়ী বারান্দা ও টয়লেট সর্বদা পরিষ্কার রাখবে। পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে কোনরূপ অপচয় করবে না। 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' আয়াতটি এবং 'আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন' হাদীছটি সর্বদা মনে রাখবে।

ক্লাস সংক্রান্ত

১. নির্ধারিত পোষাক (বিস্কুট কালারের পাজামা ও পাঞ্জাবী) পরিধান করে ক্লাসে আসবে এবং পোষাক সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখবে।

২. যথাসময়ে ক্লাসে উপস্থিত হবে। কোন কারণে শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেও শ্রেণীকক্ষ পরিত্যাগ করতে পারবে না। এসময় নিজেরা শ্রেণীকক্ষের ভিতরেই ক্লাসের বই পড়বে।

৩. শ্রেণীকক্ষ ও বারান্দায় কোনরূপ কোলাহল সৃষ্টি করবে না।

৪. প্রত্যেক ক্লাসে পাঠ্যবই ও খাতা-পত্র সঙ্গে আনবে।

৫. প্রতি বৃহস্পতিবার শেষ পিরিয়ডে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম তথা সাপ্তাহিক আঞ্জুমানে উপস্থিত থাকবে।

৬. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, শিক্ষার্থীদের উদ্বোধনী ও বিদায়ী সভা সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক।

৭. শিক্ষা সংক্রান্ত কোন পরামর্শ থাকলে যেকোন শিক্ষার্থী প্রথমতঃ শ্রেণী শিক্ষক ও প্রয়োজনে তাঁর অনুমতিক্রমে প্রশাসক বা অধ্যক্ষের সাথে আলোচনা করবে। অথবা লিখিত আবেদন জানাবে। দলবদ্ধভাবে কোন দাবী পেশ করা নিষিদ্ধ।

ফী সংক্রান্ত

১. শিক্ষার্থীদের বেতন-ফী ইত্যাদি সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন বৈধ অভিভাবক ও হিসাব রক্ষকের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

২. প্রতি মাসের সর্বোচ্চ ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক বেতন, বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফী পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময় অতিক্রম করলে প্রতিদিনের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। ১৫ তারিখের পর থেকে খাওয়া বন্ধ করা হবে। পুনরায় খাওয়া চালু করতে হলে ১০০ টাকা অতিরিক্ত ফীসহ বকেয়া জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে।

৩. পরপর দুই মাস বাকী থাকলে তার ভর্তি সাময়িকভাবে বাতিল হবে। পুনরায় ভর্তি হ'তে চাইলে জরিমানাসহ সকল বকেয়া পরিশোধ করতঃ ১০০/- টাকা অতিরিক্ত ফী জমা দিয়ে প্রিন্সিপাল বরাবর আবেদন করবে।

উৎসাহ পুরস্কার

১. বার্ষিক পরীক্ষায় প্রত্যেক শ্রেণীতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে।

২. বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারীদের সম্পূর্ণ বেতন এবং ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের অর্ধেক বেতন মওকুফ করা হবে।

৩. শ্রেণী মূল্যায়ন (CT), আখলাক, লেখনী, বাগ্মিতা এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সেরা প্রমাণিত ১ জন শিক্ষার্থীকে প্রতিবছর পুরস্কার সহ 'বিশেষ মেধা সনদ' প্রদান করা হবে।

৪. মাসিক আঞ্জুমানে সেরা প্রমাণিত ২ জন শিক্ষার্থীকে 'বার্ষিক আঞ্জুমান পুরস্কার' দেওয়া হবে।

পারস্পরিক আচরণ

১. ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান বজায় রেখে শিক্ষার্থীরা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সাথে বসবাস করবে। সকল শিক্ষককে সমানভাবে শ্রদ্ধা করবে ও তাদের দো'আ নিবে। তাদের সেবা-যত্ন করবে ও সর্বদা সুযোগমত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ জেনে নিবে।

২. সর্বদা নম্রতা ও শালীনতা বজায় রেখে চলবে। হৈচৈ, চেঁচামেচি, ধাক্কাধাক্কি সহ যেকোন ধরনের উচ্ছৃংখল আচরণ গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

৩. কোন শিক্ষার্থী বিনা অনুমতিতে অপর ছাত্রের কোন জিনিস ব্যবহার করবে না। কারো প্রতি কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত ও ভাষা ব্যবহার করবে না। কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করবে না। কারো ক্ষতিসাধন করলে বা কারো জিনিস চুরি করলে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্রহণে বাধ্য থাকবে।

৪. কোন বিষয়ে পরস্পরকে উসকানী দিবে না। গ্রুপিং ও দলাদলি করবে না। প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও স্বার্থের হানিকর কোন কাজ করবে না। সর্বদা নেকীর কাজে পরস্পরকে উৎসাহিত করবে এবং গোনাহের কাজ হ'তে বিরত থাকবে।

৫. পরিচালনা কমিটির কোন সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক বা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং যে কোন ধরনের বেয়াদবী কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

হোস্টেল সংক্রান্ত

১. বিছানা-পত্র, পড়ার ডেস্ক এবং ৬ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২.৫ ফুট প্রস্থ চৌকি শিক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করবে।

২. হোস্টেলে হিটার, কুকার, ল্যাপটপসহ সকল প্রকার ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহার নিষিদ্ধ। এছাড়া কোন বেআইনী বস্তু ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকা রাখা যাবে না। কারো নিকটে এরূপ কিছু পাওয়া গেলে তা বাযেয়াফত করা হবে এবং তাকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। উচ্চশ্রেণীর (কুল্লিয়া) শিক্ষার্থীরা গবেষণার প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে।

৩. হোস্টেলে মোবাইল ফোন, রেডিও, ক্যামেরা, গান শোনা বা ভিডিও দেখার ডিভাইস ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন শিক্ষার্থীর নিকটে এগুলো পাওয়া গেলে তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হবে।

৪. টেবিল-চেয়ার ও দরজা-জানালাসহ প্রতিষ্ঠানের স্থাবর-অস্থাবর কোন সম্পদ বিনষ্ট করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর জন্য যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে।

৫. আবাসিক কক্ষ নির্ধারণ, সীট বণ্টন, পরিবর্তন ও বাতিলকরণের বিষয়ে বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ ও সীটে অবস্থান করবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেউ নিজ থেকে কক্ষ বা সীট পরিবর্তন করতে পারবে না। রাতে কোন শিক্ষার্থী নিজ বিছানা ব্যতীত অন্যের বিছানায় বা কক্ষে থাকতে পারবে না।

৬. দায়িত্বরত আবাসিক শিক্ষকের অনুমতি (আউট পাস) ব্যতীত এবং নির্ধারিত সময় ব্যতীত কোন শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারবে না। অহেতুক গল্প-গুজব, নাটক-নভেল পড়া থেকে বিরত থাকবে। রুম ক্যাপ্টেন ও সহকারী ক্যাপ্টেনের নির্দেশনা মেনে চলবে।

৭. (ক) ছাত্রত্ব শেষ হ'লে তার আবাসিকতা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। এ সময় কক্ষ ত্যাগের জন্য সে সর্বোচ্চ ৭ দিন সময় পাবে। অহেতুক বিলম্ব করলে প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট হারে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে। কক্ষ ত্যাগ কালে দায়িত্বশীল আবাসিক শিক্ষক/তত্ত্বাবধায়ককে তাঁর উপস্থিতিতে কক্ষ বুঝিয়ে দিতে হবে।

(খ) পাবলিক পরীক্ষার পর আবাসিকতা বাতিল হবে। তবে অত্র প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি ও আবাসিকতা বহাল রাখতে চাইলে নির্ধারিত আবাসিকতা ফী প্রদান করতে হবে।

৮. নিজেদের মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে রুম ক্যাপ্টেন ও সহকারী ক্যাপ্টেনকে তা জানিয়ে মিটিয়ে ফেলতে হবে। সম্ভব না হ'লে সংশ্লিষ্ট আবাসিক শিক্ষকের কাছে বিচার দিতে হবে। গুরুতর বিষয়াদি আবাসিক শিক্ষকগণ 'শৃংখলা কমিটি'র নিকটে পেশ করবেন। অতঃপর তাদের সুফারিশক্রমে অধ্যক্ষ মহোদয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. রাত্রি ১১-টায় সকল আবাসিক কক্ষের লাইট বন্ধ করতে হবে। কারো একান্ত যরূরী পড়াশুনা থাকলে পৃথক 'পাঠ কক্ষে' বসবে। বাদ ফজর ঘুমানো নিষিদ্ধ। দুপুরে খাওয়ার পর ১ ঘণ্টা বিশ্রাম নিবে।

১০. কেউ তার অভিভাবক বা অতিথিকে রাত্রে নিজেদের কক্ষে রাখতে পারবে না। প্রয়োজনে বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মেহমানখানায় থাকার ব্যবস্থা করবে।

১১. অনাবাসিক কোন শিক্ষার্থী বিনা অনুমতিতে হোস্টেলে অবস্থান করতে পারবে না।

ডাইনিং সংক্রান্ত

১. শারঈ নীতি অনুযায়ী শান্তভাবে সর্বোচ্চ ভদ্রতা বজায় রেখে খাদ্য গ্রহণ করবে।

২. সর্বদা ডাইনিং হলে খাবে। নিতান্ত ওযরবশতঃ কক্ষে খাবার নিতে হলে ডাইনিং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নিতে পারবে।

৩. খাওয়ার পর সুন্নাতী তরীকায় প্লেট চেটে খাবে। নিজের প্লেট নিজে ছাফ করবে। কোনভাবেই খাদ্য ও পানির অপচয় করা যাবে না।

৪. খাদ্যমান নিয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তা প্রিন্সিপাল মহোদয়ের নিকটে পেশ করবে। দায়িত্বরত বোর্ডিং কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে এ ব্যাপারে কোনরূপ দাবী পেশ বা অসদাচরণ করা যাবে না।

৫. খাবার প্লেট ও গ্লাস নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করবে।

খেলাধূলা সংক্রান্ত

আছরের ছালাত শেষে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পড়াশুনার পর ১ ঘণ্টা শরীরচর্চামূলক খেলাধূলা করবে। অন্য সময় খেলাধূলা নিষিদ্ধ। মাগরিবের ১৫ মিনিট পূর্বে খেলা শেষ করবে। খেলার সময় অবশ্যই শালীনতাপূর্ণ পোষাক পরিধান করবে।

যোগাযোগ নীতি

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮-টা থেকে সাড়ে ১১-টা পর্যন্ত এবং প্রতিদিন আছর থেকে মাগরিবের ১৫ মিনিট আগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট মোবাইল থেকে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর সমূহ- ১ম তলা : ০১৭৭৪-৩৩৮৭৬১, ২য় তলা : ০১৭৯২-৯০২৮৯২, ৩য় তলা : ০১৭৯৪-৮৩৭৭০৩, ৪র্থ তলা : ০১৭৯৪-৮৩৭৭০৪। হিফয বিভাগ : ০১৭০৫-৮৭২৫৪, ইয়াতীম বিভাগ : ০১৭৬১-১৬৬৯৬০।

বিচার ও শাস্তি বিধি

১. আচরণবিধি লংঘন করলে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ছোট-খাট লঙ্ঘনে হোস্টেল বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক এবং একাডেমিক বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষক অথবা অধ্যক্ষ ব্যবস্থা নিবেন।

২. পরপর তিনবার বিধান অমান্যের কারণে শাস্তির পর চতুর্থবার তা করলে সেটি 'সাময়িক ভর্তি বাতিলযোগ্য' অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাকে অভিভাবকের আবেদন ও ১০০/- টাকা জরিমানাসহ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নতুনভাবে ভর্তি হ'তে হবে।

ভর্তি বাতিলযোগ্য অপরাধ

১. গ্রুপিং বা দলাদলি এবং ক্লাস, অফিস, বোর্ডিংসহ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করার কোন প্রকার একক বা দলবদ্ধ প্রচেষ্টা।
২. প্রতিষ্ঠানের স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পদ বিনষ্ট করা।
৩. কোন ছাত্রের উপর বল প্রয়োগ করা বা ভীতি প্রদর্শন করা।
৪. বিনা অনুমতিতে ও নিয়মবহির্ভূত ভাবে আবাসিকতা পরিত্যাগ করা।
৫. কর্তৃপক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয় এমন কাজ করা।

হাযিরা ও ছুটি নীতি

১. বিনা ছুটিতে কোন শিক্ষার্থী ক্লাসে বা আবাসিক কক্ষে অনুপস্থিত থাকলে তাকে সতর্ক করা হবে। ২য় বার এরূপ করলে অভিভাবককে জানিয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩য় বার করলে অভিভাবকের মাধ্যমে মুচলেকা দিতে হবে। ৪র্থ বার এরূপ ঘটলে তা 'সাময়িক ভর্তি বাতিলযোগ্য' অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অভিভাবকের আবেদন ও ১০০/- জরিমানাসহ নতুনভাবে ভর্তি হ'তে হবে।

২. অনাবাসিক কোন শিক্ষার্থী ছুটি নিতে চাইলে অভিভাবকের সুফারিশসহ শ্রেণী শিক্ষকের মাধ্যমে অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করে

ছুটি নিশ্চিত করবে। আবাসিক শিক্ষার্থী ছুটি নিতে চাইলে আবাসিক শিক্ষকের সুফারিশে শ্রেণী শিক্ষকের মাধ্যমে অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করে ছুটি নিশ্চিত করবে।

৩. কোন শিক্ষার্থী লিখিত অনুমতি ব্যতীত একটানা ৩০ দিন অনুপস্থিত থাকলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. প্রতিষ্ঠান খোলা ও বন্ধের দিন অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। নইলে নির্ধারিত হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

অভিভাবকদের কর্তব্য

১. অভিভাবকগণ সন্তানের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর রাখবেন ও তাদের লেখাপড়ার উন্নতি ও চারিত্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

২. যে কোন অভিযোগ অধ্যক্ষ বরাবর জানাতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির স্বার্থে অভিভাবকের যে কোন সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

৩. অভিভাবকগণ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মারকাযের নির্ধারিত মোবাইলে কথা বলবেন। বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎ অপরিহার্য হ'লে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। মহিলা অভিভাবকগণ শারঈ পর্দা সহকারে সাক্ষাৎ করতে আসবেন এবং ওয়েটিং রুমে বসবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের কক্ষে কোন অভিভাবক অবস্থান করতে পারবেন না।

৫. মাসিক প্রদেয় ফী সমূহ যথাসময়ে প্রদান করবেন।

৬. প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন।

৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহুত অভিভাবক সম্মেলনে যোগদান করবেন।

পরীক্ষার সময়সূচী

ক্রঃ	পরীক্ষার নাম	তারিখ	ফল প্রকাশ
০১	১ম সাময়িক পরীক্ষা	১৭ই এপ্রিল বুধবার হ'তে ২রা মে বৃহস্পতিবার	২০শে জুন বৃহস্পতিবার
০২	২য় সাময়িক পরীক্ষা	২৮শে আগস্ট বুধবার হ'তে ১৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার	২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার
০৩	বার্ষিক পরীক্ষা	৩০শে নভেম্বর শনিবার	৩১শে ডিসেম্বর

		হ'তে ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার	মঙ্গলবার
০৪	নির্বাচনী পরীক্ষা (৮ম ও দাখিল)	বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে	পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে
অভিভাবক সম্মেলন : ১৫ই ডিসেম্বর'১৯ রবিবার সকাল ১০-টা।			

বার্ষিক ছুটির তালিকা

ক্রঃ	উপলক্ষ্য	তারিখ ও বার	দিন
০১	সরকারী ছুটি	২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার	০১ দিন
০২	বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা	২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ২রা মার্চ বৃহস্পতি ও শনিবার	০২ দিন
০৩	সরকারী ছুটি	২৬শে মার্চ মঙ্গলবার	০১ দিন
০৪	গ্রীষ্মকালীন, রামাযান ও ঈদুল ফিৎর	৪ঠা মে শনিবার-১৩ই জুন বৃহস্পতিবার	৪১ দিন
০৫	আরাফাহ ও ঈদুল আযহা	১০ই আগস্ট শনিবার-২২শে আগস্ট বৃহস্পতিবার	১৩ দিন
০৬	আশূরায়ে মুহাররম	৯-১০ই সেপ্টেম্বর সোম-মঙ্গলবার	০২ দিন
০৭	সরকারী ছুটি	১৬ই ডিসেম্বর সোমবার	০১ দিন
০৮	শীতকালীন ছুটি	২১-২৬শে ডিসেম্বর শনি-বৃহস্পতিবার	০৬ দিন
০৯	অধ্যক্ষের সংরক্ষিত ছুটি		০১ দিন
	মোট		৬৮ দিন
বিঃ দ্রঃ হিফয ও মক্তব বিভাগের জন্য রামাযান ও ঈদুল ফিতরের ছুটি ১লা জুন (২৬শে রামাযান) শনিবার হ'তে ১৩ই জুন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৩ দিন এবং শীতকালীন ছুটি ৭ই ডিসেম্বর শনিবার হ'তে ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত ১০ দিন।			

সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কর্মসূচী

১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মিলিত আলোচনা সভা।
২. শিক্ষামূলক ইসলামী সিডি-ভিসিডি প্রদর্শন।
৩. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা (ক্বিরাআত, হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীছ, আক্বীদা, আযান, আবৃত্তি, মাসায়েল, কুইজ, বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দান প্রভৃতি)।
৪. বিতর্ক প্রতিযোগিতা।
৫. সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা।
৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান।
৭. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
৮. দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
৯. সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ প্রভৃতি।

আঞ্জুমান -এর কর্মসূচী

প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক শ্রেণীভিত্তিক আঞ্জুমান হবে। সেখানে **১ম** ও ২য় স্থান অধিকারীগণ মাসিক সামগ্রিক আঞ্জুমানে অংশগ্রহণ করবে। বিষয়সূচী : (১) অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত (২) হাদীছ পাঠ (৩) আক্বীদা (৪) বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) (৫) জানা-অজানা/সাধারণ জ্ঞান (৬) মাসআলা-মাসায়েল (৭) জাগরণী (৮) কবিতা আবৃত্তি (৯) সুন্দর হস্তাক্ষর প্রভৃতি। মাসিক আঞ্জুমানে **১ম**, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে।

এক নজরে প্রতিদিনের কর্মসূচী

মসজিদে ফজরের ছালাত, তাফসীর শ্রবণ ও কুরআন তেলাওয়াত শেষে সকল শিক্ষার্থী মারকায ময়দানে সংক্ষিপ্ত ব্যায়াম করবে। অতঃপর নিজ নিজ কক্ষে গিয়ে পড়তে বসবে। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে গোসল ও নাশতা শেষে ক্লাসে গমন করবে। ক্লাস থেকে ফিরে যোহর ছালাতের পর দুপুরের খাবার গ্রহণ করবে এবং এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিবে। বাদ আছর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পড়াশুনা শেষে এক ঘণ্টা খেলাধূলা করবে অথবা প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ সেরে নিবে। অতঃপর বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত পড়াশুনা করবে। এশার ছালাতের পর রাতের খাবার শেষে সর্বোচ্চ **১১**-টা পর্যন্ত পড়াশুনা করবে। অতঃপর ঘুমিয়ে যাবে।

মক্তব বিভাগ

শিক্ষার স্তর : ১ বছর

১. নাযেরাহ সহ ২৯ ও ৩০ পারা হিফয।
২. আরবী ক্বায়েদা।
৩. বাংলা, ইংরেজী ও অংক পাঠদান।
৪. হস্তলিপি (বাংলা, ইংরেজী ও আরবী) শিক্ষা দান।

হিফয বিভাগ

শিক্ষার স্তর : ৩ বছর

১ম বর্ষ : ১০ পারা হিফয।

২য় বর্ষ : ১৩ পারা হিফয।

৩য় বর্ষ : ৭ পারা হিফয ও শুনানী।

বিঃ দ্রঃ
১. শুনানী ছাড়া হিফযের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে না।
২. হিফয শেষে কিতাব বিভাগে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

বৈশিষ্ট্য :

১. মনিটরিং টীম দ্বারা নিয়মিত তদারকী।
২. শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রুপভিত্তিক মাসিক ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরীকরণ এবং প্রতি মাসে ছাত্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান।
৩. তেলাওয়াতের মানোন্নয়নের জন্য সাপ্তাহিক ক্বিরাআত মজলিসের ব্যবস্থা।
৪. শ্রেণী মূল্যায়ন (CT) সহ বছরে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ।
৫. বছরে একবার আন্তঃ মাদরাসা হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজন ও মেধাবীদের পুরস্কৃত করণ।
৬. হিফয শেষে বয়স ও মেধা অনুযায়ী সাধারণ বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য সাধারণ ক্লাসের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দান এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান।
৭. অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে মানসম্পন্ন ক্বিরাআত শিক্ষাদান এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।

ভর্তি ফী-২০১৯

শ্রেণী	সেশন চার্জ	মাসিক বেতন	সংস্থাপন ফী	আসবাব পত্র	বিবিধ	মোট
মক্তব ও হিফয	১০০০/-	৪০০/-	৩০০/-	২০০/-	১০০/-	**২০০০/-**
১ম ও ২য় শ্রেণী	১০০০/-	৩৫০/-	৩০০/-	২০০/-	১০০/-	**১৯৫০/-**
৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী	১০০০/-	৪৫০/-	৩০০/-	২০০/-	১০০/-	**২০৫০/-**
৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী	১০০০/-	৫০০/-	৩০০/-	২০০/-	১০০/-	**২১০০/-**
৯ম-কুল্লিয়া	১০০০/-	৫৫০/-	৩০০/-	২০০/-	১০০/-	**২১৫০/-**

বিঃ দ্রঃ নতুন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উক্ত ফী-এর সাথে ভর্তি ফী ১৫০০/- যোগ হবে।

২০১৯ সালের মাসিক বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফী

বোর্ডিং ফী	**১৬০০/-**
ব্যবস্থাপনা ও আবাসিকতা ফী	**৬০০/-**
মোট	**২২০০/-**

দৈনন্দিন খাবারের তালিকা

বার	সকাল	দুপুর	রাত্রি
শনিবার	সবজি খিচুড়ী	মুরগী+ডাল	ভর্তা+ডাল
রবিবার	খিচুড়ী+ভর্তা	মাছ+সবজি+ডাল	সবজি
সোমবার	ভাত+ভর্তা+ডাল	ডিম+সবজি	ভাজি+ডাল
মঙ্গলবার	সবজি খিচুড়ী	গোশত+ডাল	ভর্তা+ডাল
বুধবার	ভাত+ভর্তা/সবজি	মাছ+সবজি+ডাল	সবজি
বৃহস্পতিবার	ভুনা খিচুড়ী	ভাজি+ডাল	মাছের ঘন্ট
শুক্রবার	ভাত+ভর্তা/সবজি	মাছের ঘন্ট	ডিম+সবজি+ডাল

দ্রঃ রুচি পরিবর্তনের জন্য মাঝে-মধ্যে খাদ্য তালিকা পরিবর্তন হ'তে পারে।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك–

প্রসপেক্টাস ২০১৬

একাডেমিক ভবন

ইয়াতীমখানা

প্রধান ফটক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী
ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯